দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 SEP 1989
পৃষ্ঠা 2

62

চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস—৩

# ৬৩টি নির্যাতন কক্ষ ।। লাঞ্ছনার নানা ধরন—

এখান থেকেই। প্রতিপক্ষের হামলা প্রতিরোধ কিংবা প্রতিপক্ষের উপরে হামলা চালনাও নির্ধারণ করা হয় এই সেল থেকে। আর শাস্তি দেয়া হয় ওই নির্যাতন কক্ষগুলোতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ইসলামী ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এই নির্যাতন কক্ষ দীর্ঘ দিন ধরে পরিচালনা করে আসছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন শতাধিক ছাত্র শিবিরের হামলায় আহত হয়েছে। এর মধ্যে গুরুতর নির্যাতন করা হয়েছে শতাধিক ছাত্রকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। নির্যাতনে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন কমপক্ষে ৫জন। নিহত হয়েছেন দু'জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবস্থিত নির্যাতন কক্ষের বর্ণনা আমরা বেশ কয়েকজন নির্যাতিত ছাত্রের কাছ থেকে পেয়েছি। শিবিরের হাতে নির্যাতিত ছাত্রদের কাছ থেকে নির্যাতনের যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি তা এক কথায় অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ। আমাদের কাছে নির্যাতনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঠিক একই ভাষ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বহুবার জানানো হয়েছে। অনেক অভিযোগ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নথিপত্র থেকে পেয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি কোন নির্যাতনকারীর।

বিশ্ববিদ্যালয় হলের কক্ষগুলোই সাধারণতঃ নির্যাতন কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে হলের ছাদ, চিলে কোঠা বা অতিথি কক্ষকে 'নির্যাতন কক্ষ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লাঞ্ছিত ছাত্রদের ভাষ্য অনুযায়ী: নির্যাতন কক্ষগুলো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এই কক্ষে মানসিক ও শারীরিক দু'ধরনের নির্যাতনেরই ব্যবস্থা আছে বলে এই ছাত্ররা জানিয়েছে।

ছাত্রদের লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী জানা যায়, নির্যাতনের পরে যদি এই কথা কাউকে বলা হয় তবে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

নির্যাতন আর সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে ৩১ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে

(৫-এর পাতায় দেখুন)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 SEP 1989
পৃষ্ঠা

## ৬৩টি নির্যাতন কক্ষ

(১ম পাতার পর)

ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করছেন। কিন্তু কি এক অদৃশ্য কারণে এদের বিচার হচ্ছে না। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ভাষ্য অনুযায়ী: এই ৩১ জনের মধ্যে ১০ জন চিহ্নিত আসামী। আর এঁদের গ্রেফতার এবং মালক্রোক করার নির্দেশ রয়েছে থানা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব রেসিডেন্স হেলথ এ্যাণ্ড ডিসিপ্লিন কমিটি ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী ঘটনার জন্য ১০ জন শিবির নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আজো বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে 'পরিবেশ পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিণ্ডিকেট। কিন্তু শিবির এর বিরোধিতা করছে।

### নির্যাতনের ধরন

গভীর রাত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো তখন নিস্তব্ধ। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটি কক্ষের দরোজায় করাঘাত। একজন ছাত্রকে বলা হলো--'আপনার সাথে কথা আছে।' ছাত্রটি রুম থেকে বের হতে রাজী হলো না। এক পর্যায়ে বহিরাগতসহ এই যুবক দলটি টেনে হিঁচড়ে বের করলো ছাত্রটিকে। আশপাশের কক্ষগুলোর দরজার সামনে সশস্ত্র প্রহরা বসানো হলো। ছাত্রটির গলা টিপে ধরা হলো যাতে চিৎকার না করতে পারে। নিয়ে যাওয়া হলো নির্যাতন কক্ষে। মারাত্মক আধুনিক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত একটি দল নির্যাতন চালালো। প্রহার করা হলো এমনভাবে যাতে অত্যাচারের চিহ্ন বাইরে থেকে স্পষ্ট না হয়। হাড়ের সংযোগে লাঠি এবং রড দিয়ে আঘাত করা হয়। স্পঞ্জ দিয়ে কানের উপরে আঘাত করা হয়। ফুসফুসে আঘাতের জন্য প্রচণ্ড ঘুষি মারা হয়।

আর এ সময় বারেবারেই পিস্তল উঁচিয়ে বলা হচ্ছিলো: চিৎকার করলে মেরে ফেলা হবে।

এ কোন বানোয়াট অত্যাচারের কাহিনী নয়। একজন নির্যাতিত ছাত্রের জবানবন্দী। এই ছাত্রটি ঠিক একই ভাষ্য দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কোন বিচার হয়নি এর। যেমন বিচার হয়নি অভিযোগ দায়ের করা আরো দেড় শতাধিক ছাত্রের নির্যাতনের। আর সবাই নির্যাতনের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে না। কারণ অত্যাচারের পরে শাসিয়ে দেয়া হয়, 'এই কথা বললে অসুবিধা হবে।'

তা সত্ত্বেও ইসলামী ছাত্র শিবিরের হাতে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে লিখিতভাবে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র।

৮৬'র ২৬শে নভেম্বরের ঘটনায় আহত ৪০ জন ছাত্র লিখিতভাবে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও কোন বিচার পায়নি।

৮৭'র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে এ বছরের আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' ছাত্র শিবিরের নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছিল। ৮৭'র ১১ই এপ্রিল আমজাদ হোসেন, ২৬শে আগষ্ট একরাম হোসেন, জাকির হোসেন হাওলাদার, আল মাহমুদ, আবদুল্লাহ নিরোদ চৌধুরী, নাজমুল করিম দুলাল, মোয়াজ্জেম হোসেন, অপূর্ব চরণ দাশ, নাজমুল হাসান মাসুম, নজরুল ইসলাম বাদল, অশোক বড়ুয়া, ৮৭'র ২রা সেপ্টেম্বর অজয় রতন বড়ুয়া, মতিনউদ্দিন, শমসের হায়দার, অজয় দত্ত, খোকন, জিন্নাহ, আকবর, মোহসিন, হুমায়ুন কবির, শাহীন, এজাজুল হক, রুমী, বাতেন, শাহাবউদ্দিন প্রমুখ।

'৮৮ ও ৮৯ সালে বিভিন্ন সময়ে আরো যারা আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে চৌধুরী আনোয়ারুল করিম, সোলায়মান মঞ্জুর, শাহীন মজুমদার, হাসান মাহমুদ, চৌধুরী জহিরুল ইসলাম, রাশেদ আলেক্স আলীম, শহীদুল ইসলামসহ বহু ছাত্র।

এরা বিভিন্ন সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিকবার লিখিতভাবে হল প্রাধ্যক্ষ, প্রক্টর, উপাচার্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ে অভিযোগ করেছেন। এমনকি থানায় ডাইরীও করেছেন।

কিন্তু প্রশাসন এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণও করেনি।

অপর একজন ছাত্র মাহবুবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অত্যাচারের যে অভিযোগ করেন তা হুবহু ছাপিয়ে দেয়া হলো:

"গত ১৪ই আগষ্ট রাত ১১ টার দিকে আমানত হলের ২১৫ নং কক্ষে আমি নিত্যদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ১ টার দিকে ছাত্র শিবিরের ৭/৮ জন সশস্ত্র কর্মী রুমের দরজা জোরপূর্বক খুলে আমাকে ১ মিনিটের জন্য বেরিয়ে আসার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আমি অসম্মতি প্রকাশ করায় আমাকে মারধর শুরু করে এবং জোরপূর্বক কয়েকজন মিলে ধরে হলের ছাদে নিয়ে যায়। তারা এই সমস্ত কাজ খুব সতর্কতা এবং নিরবতার সাথে করে, যাতে হলের অন্য ছাত্ররা বিষয়টি বুঝতে না পারে। ছাদে নিয়ে গিয়ে আমাকে রড, লাঠি দিয়ে কনুই, হাটু এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ হাড়ের সংযোগস্থলে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। এছাড়াও সবাই এলোপাতাড়ি লাথি, ঘুষি মারতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন এবং হত্যার হুমকি দেয়। অতঃপর গলা টিপে ধরে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে আমাকে হলের গেষ্টরুমে নিয়ে গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় অন্ধকারে তালা মেরে রেখে দেয়। এই সময় আমি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, এরপর প্রায় ২০/২৫ মিনিট পর আবার তারা আমাকে ছাদে নিয়ে যায় এবং পূর্বের মত মারধর করে। ইহা প্রায় ৩ ঘন্টা যাবত চলছিল। পরবর্তীতে তারা নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী যোবরা ষ্টেশনে রাতের অন্ধকারে প্রায় ভোর ৫টার দিকে ফেলে রেখে যায়।"

অত্যাচারে এটা একটা ধরন। অন্য ধরনও আছে। ১৯৮৭'র ৫ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর সড়কের সামনে থেকে জসীমউদ্দীন চৌধুরী নামে একজন ছাত্র নেতাকে বেবী ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে গুলীও চালানো হয়।

১৯৮৬-র/ ২৬শে নভেম্বর আহত হামিদ হাট হাজারী থানায় সহ বিভিন্ন পর্যায়ে যে অভিযোগ করেন তাতে বলা হয়, হুইসেল বাজিয়ে, ষ্টেন গান, রাইফেল, পাইপগান, পিস্তল কিরিচসহ হামলা করা হয়। এই হামলায় তার হাত কেটে নেয়া হয়। চোখ, মাথা ও দু'পায়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

### পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় শতাধিক ছাত্র প্রাণের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারায় পরীক্ষা দিতে পারেনি। বর্তমানেও অনেক ছাত্র আছে, যাদের পক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিরাপত্তার কারণেই অসম্ভব। পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি এমন দু'জন ছাত্রনেতা জানান, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে তারা পরীক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তাদের প্রহার করা হয়। ফলে তাদের আর পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পুলিশ প্রহরায় শিক্ষক ক্লাবে পরীক্ষা নেবার ঘটনাও ঘটেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

### স্বাভাবিক লাঞ্ছনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, ছাত্রের সাথে আলাপ ও প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে জানা গেছে, লাঞ্ছনার নানা ধরন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কাউকে অস্ত্র দেখিয়েই ভয় দেখানো হয়। কাউকে শাসানো হয় অকথ্য ভাষায়। এমনও ঘটনা ঘটেছে, মিছিলে আসতে বলা হয়েছে অথচ আসেনি। ফলে বাক্সপেটরা, খাতাপত্র, বিছানা হল থেকে ফেলে দেয়া হয়। কখনও বিরুদ্ধাচরণ করলে চপেটাঘাত, ঘুষি এবং শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে কৌশলে আঘাত করা হয়। কখনও বা ক্লাস নোট বা পরীক্ষার নোটপত্র ফেলে দেয়া হয়। খাবার খেয়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। নীচের ক্লাসের ছাত্রদের দিয়ে অপমান করানো নিয়মিত ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ ধরনের অসংখ্য লিখিত অভিযোগ রয়েছে।

### অন্যান্য--

শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দীর্ঘদিন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে না। নাটক মঞ্চায়নও নিষিদ্ধ। পত্র-পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রেও বাধা আছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কিছুদিন আগে শিবির কর্তৃক 'নিষিদ্ধ ঘোষিত' কয়েকটি পত্রিকা কেনা হচ্ছে।

গতকাল শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "সন্ত্রাস: মসজিদে নামাজ ও আজান বন্ধ" শীর্ষক প্রতিবেদনটি চট্টগ্রামের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদনের অংশ। ভুলক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

(বার্তা সম্পাদক)।